দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 APR 1989
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

033

এস এস সি: নকল প্রবণ কেন্দ্রের খাতা পরীক্ষায় সতর্কতা

(বিশেষ সংবাদদাতা)

১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় যেসব কেন্দ্রে কোনভাবেই পরীক্ষার্থীদের নকল করা থেকে ঠেকানো যায়নি সেসব কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের পরীক্ষার খাতা সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন-এর জন্যে পরীক্ষকদের মৌখিকভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন-এর পদ্ধতি কি হবে সে সম্পর্কেও পরীক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর—কোনভাবেই যেসব কেন্দ্রে নকল প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি, চিহ্নিত সেসব কেন্দ্রের সংখ্যা হল কমপক্ষে ৪০টি। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের আওতায় এ ধরনের চিহ্নিত কেন্দ্রের সংখ্যা হল কমপক্ষে ১২টি। এসব চিহ্নিত কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

এস এস সি

(১ম পৃ: পর)

কোন কেন্দ্র নেই।

নকল করার চেষ্টা এ বছর অধিকাংশ কেন্দ্রেই হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের এই নকল প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সেসব কেন্দ্র নিয়ে যেখানে নকল চলে অবাধে দাপটের সঙ্গে এবং যা কোনভাবেই ঠেকানো যায়নি।

বিশ্বস্ত সূত্র জানান,—বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত খবর এবং বিশেষ কিছু সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই চিহ্নিতকরণের কাজ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরীক্ষকদের কাছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার খাতা এখন বণ্টনের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ বছর পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও টেবুলেটরদের পারিশ্রমিক বেড়েছে। যেহেতু এ বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে তাই এ বছর পরীক্ষক-নিরীক্ষকের সংখ্যাও বেড়েছে।